দৈনিক ইনকিলাব

পৃঃ ১৬ কলাম ৪

০৭ 2002

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম

খুলনা থেকে মিজানুর রহমান তোতা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাবেক প্রশাসনের ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের আরেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ না করে নিজেদের সুবিধামত যে অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে কয়েকটি ভবন নির্মাণ করে তা এখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট (আইএমইউডি) ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এ ব্যাপারে তদারকির দায়িত্ব থাকলেও তা করা হয়নি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন উন্নয়নের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা চালালেও অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের এই ২৫ কোটি টাকার ব্যাপক অপচয়, অনিয়ম, দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। গোটা বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। সরকারী অর্থের এই অপচয়, অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সরকার ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয় জুলাই '৯৮ থেকে জুন ২০০২ পর্যন্ত। কিন্তু সাবেক প্রশাসনের অদূরদর্শীতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে মূলতঃ এই মোটা অংকের অর্থের সিংহভাগ অপচয় হয়। সূত্র জানায়, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র হল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ, একাডেমিক ভবনসহ সংশ্লিষ্ট জরুরী অবকাঠামো নির্মাণ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু তৎকালীন প্রশাসন শিক্ষার্থীদের অতি প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আগেই ভিসির বাসভবন, প্রশাসনিক ভবনসহ কয়েকটি প্রকল্প নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা এতই বেশী ছিল যে, নির্মিতব্য স্থাপনাগুলো ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। ফলে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্র জানায়, প্রায় পৌনে এক কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতলবিশিষ্ট শুধুমাত্র ভিসির বাসভবন কাম অফিস হিসেবে যে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার একদিকে প্রশাসন ভবন সংযুক্ত বিধায় সেখানে ভিসির আবাসিক ভবন হিসেবে কতটুকু কার্যকর তা প্রশ্নাধীন। দ্বিতীয়তঃ এই ভবনে সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলসহ জরুরী প্রয়োজনে উপাচার্যের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা, সভা অনুষ্ঠান, অতিথিদের ১০/১২ জনের বসার মত স্পেস বা কক্ষ নেই। ভবনে আবাসিক অফিস চালানোর জন্য সাপোর্টিং স্টাফের অফিস স্থানসহ প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ, আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থাও নেই বললেই চলে। একই সাথে কেবলমাত্র ৫ হাজার বর্গফুট স্পেসের ভবন ছাড়া গার্ড শেড, গ্যারেজ, ড্রাইভার শেড, বাউন্ডারী ওয়াল, সিকিউরিটি শেড-এর কোনটারই ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ভবনটিতে ভিসির বাসা এবং অফিস ব্যবহার অনুপোযোগী। স্থানীয় প্রশাসনসহ অনেকেই এই ভবন নির্মাণে সাবেক প্রশাসনের অদূরদর্শিতা বিশেষ করে স্থান নির্বাচন, ব্যয়, নক্সা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাবিহীনতার বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। অভিযোগ রয়েছে ভিসির বাসভবন কাম অফিস ভবন নির্মাণে প্রাথমিকভাবে যে স্থান নির্বাচন করা হয় তা ছিল প্রশাসনিক ভবন থেকে প্রায় আড়াইশ গজ দূরে। কিন্তু সেখানে ভিত্তি নির্মাণে মাটি খুঁড়ে উপযোগী করতে বেশী খরচ হবে বিধায় ঠিকাদারের টাকা সাশ্রয় করতে সাবেক প্রশাসন এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। অভিযোগ রয়েছে এই ভবনটি নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ছিল তৎকালীন প্রশাসনের পছন্দসই এবং দলীয়। মূল কাজ প্রাপ্তরা আওয়ামী লীগ দলীয় এক ক্যাডার ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
নতুন প্রশাসনিক ভবন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশাসন একতলাবিশিষ্ট ভবনের স্থান, ডিজাইন নির্বাচন ও যে নির্মাণ ব্যয় দেখিয়েছে তাও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের মাত্র ১৫ গজ দূরে যে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল তা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কাছে কোন ভবন নেই। এই স্পেস সাধারণত গার্ডেন তৈরীর জন্য খালি থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মহাসড়কের ২০ গজের মধ্যে উন্মুক্ত স্পেসটিতে এই প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নেয় তা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। মাত্র ১৫০০ বর্গমিটার স্পেস সম্বলিত একতলা এই প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে তিন কোটি টাকা অবিশ্বাস্য বা দুর্নীতি, অনিয়মের প্রকৃষ্ট নজির বলে অনেকে মনে করেন। এই ভবনটি ১৫০০ বর্গমিটার হলেও তাতে ৩০-৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বসার জায়গাও হচ্ছে না। এছাড়া ভবনটি নক্সাতেও মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়েছে। এক দলীয় ক্যাডার ঠিকাদারকে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ পাইয়ে দেয়া হয়। দলীয় ক্যাডার ঠিকাদার ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা। তাছাড়া ভিসি ভবনের মত এই ভবনের নির্মাণ কাজ স্থানীয় যুবলীগ নেতার কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। রাতে পাইলিংয়ের কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হয়। রাতে কাজের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কনসাল্টিং ফার্মের কেউ তদারকিতে থাকতেন না। এই সুযোগে নির্দিষ্ট মাপের রড ও মানসম্মত মালামাল ব্যবহার না করে পাইলিংয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি খুলনার বিভাগীয় কমিশনারসহ স্থানীয় শীর্ষ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে এই ভবন ও ভিসি ভবনসহ সাবেক প্রশাসনের কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এটাকে অবিশ্বাস্য ব্যয়, অপরিকল্পিত ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত বলে অবিহিত করেন।
ভিসি ভবন, নতুন প্রশাসনিক ভবন ছাড়াও সহযোগী অধ্যাপক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২ ইউনিটের ২টি দ্বিতল ভবন এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আবাসিক ভবন দুটি নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে সোয়া কোটি টাকারও বেশী। কিন্তু মূল প্রকল্পে ভবনটি ছিল ৪ তলাবিশিষ্ট ২ ইউনিটের। এ ভবন দুটি নির্মানেও যুবলীগ নেতা ঠিকাদারকে কাজটি বিশেষ গোপন সমঝোতায় দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবাসিক ভবন দুটি ছাত্রী হলের ১০ গজের মধ্যে এবং তা সংযোগ সড়কের বিপরীতমুখী করে নির্মাণ করা হয়েছে। কার্যত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ছাত্রী হলের এত কাছে আবাসিক ভবন নির্মাণের যৌক্তিকতা নিয়ে। আর এ কারণেই হলের ছাত্রীরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। একই কারণে বারবার নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও এখনো কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ঐ আবাসিক ভবনে উঠতে আগ্রহ দেখাননি। সংগত কারণে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ভবন দুটি। ছাত্রী হলের প্রাইভেসির প্রশ্নের সাথে এই ভবনের পাশে আর এমন কোন স্পেসও নেই যে ভবিষ্যতে আরো শিক্ষক, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা যায়। অথচ প্রকল্পে ভবনটি ৪ তলা বিশিষ্ট হওয়ার কথা থাকলেও নির্মাণ করা হয়েছে দ্বিতল এবং সংখ্যায় ২টি। ফলে অপচয় হয়েছে জমির।
এছাড়া পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ (আংশিক), আসবাবপত্র ক্রয়, বই ও জার্নাল ক্রয়, উপদেষ্টা ফি বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এখানেও ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে জানা গেছে।